দিল্‌রুবা

আবদুল কাদির

পি. সি. সরকার এণ্ড কোম্পানী
২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

প্রকাশক :
সুরেশচন্দ্র দাস এম-এ
৪০ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম এক টাকা

ভাদ্র—১৩৪০

PRINTER : SURES C. DAS. M. A.
ABINAS PRESS
40, MIRZAPUR STREET.
CALCUTTA.

দিল্‌রুবার প্রায় সবগুলি কবিতাই কবি আবদুল কাদিরের কিশোর বয়সের রচনা। এই সব কবিতা বহু পূর্ব্বে, মানসী ও মর্ম্মবাণী, নওরোজ, উপাসনা, সওগাত, দীপিকা, মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অল্প বয়সের রচনার মধ্যে যে-সব দোষ-ত্রুটি থাকা সম্ভব, এই কবিতাগুলিতেও তাহার দুই একটি হয়তো পরিলক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিতাগুলির অপূর্ব্ব ছন্দ, প্রসাদগুণ ও ভাষার মাধুর্য্যে ঐ সব সামান্য ত্রুটি রস-পিপাসু পাঠকের মনে কোন প্রকার উদ্বেগের সৃষ্টি করে না বলিয়াই মনে হয়। দিল্‌রুবা প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার নিজের। কবির ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহার অল্প বয়সের রচনা সুধি-সমাজে প্রচারিত হয়। কিন্তু আমরা জানি, কোনও কবিকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সমগ্র রচনার ভিতর দিয়া তাঁহাকে বুঝিতে হয়। সুতরাং প্রথম বয়সের লেখাগুলি বাদ দিলে চলে না। এই দিক হইতেও লেখাগুলির একটা মূল্য আছে। আমাদের মনে হয় যে-কবি এত অল্প বয়সেই বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট শ্রেণীর পাঠকের হৃদয়-রাজ্য জয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ শুভ্র সমুজ্জ্বল।

দিল্‌রুবার অধিকাংশ কবিতার কোন নকল কবির কাছে ছিল না। সুতরাং পুরাতন পত্রিকার ফাইল্ ঘাঁটিয়া কবিতাগুলি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশে যাঁহারা আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে বন্ধুবর কবি জসীম উদ্দীন, কবি বন্দে আলী মিয়া, কবি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, শচীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, মিঃ আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, খালেকদাদ চৌধুরী, কবি মহীউদ্দীন, মিঃ আফ্‌জাল-উল্ হক্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সুরেশচন্দ্র দাস

কাব্যশিল্পী

শাহাদাৎ হোসেন

করকমলে—

১। দিল্‌রুবা ১
২। হজরত মোহাম্মদ ৫
(ক) আবির্ভাব ১১
(খ) মহাজীবন
(গ) তিরোধান ১৬
(ঘ) ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম্‌ ১৪
৩। আজাদ ২৬
৪। মোয়াজ্জিন ২৮
৫। জয়যাত্রা ৩০
৬। উপাসনা ৩২
৭। অভ্যুত্থান ৩৩
৮। পথচারী ৩৬
৯। চলিতেছি তোমার আদেশে ৩৯
১০। বন্দী ৪১
১১। বিচিত্রা ৪৫
১২। শ্রাবণ-শর্ব্বরী ৫২
১৩। বীণ্‌কার ৫৪
১৪। ক্ষণকাব্য ৫৭
১৫। অভিসার ৬০
১৬। মৃত্যুস্বপ্ন ৬১
১৭। মহাপ্রস্থান ৬২
১৮। সমাপ্তি ৬৫
১৯। ঝরা-পাতার গান ৬৬

৯ পৃষ্ঠা ১২শ ছত্রে "অবিরাম" স্থানে "অবিশ্রাম" এবং ৬৪ পৃষ্ঠা ৩য় ছত্রে "আমাদের" স্থানে "মোহমুগ্ধ" হইবে।

দিল্‌রুবা

দিল্‌রুবা

নিগূঢ় যৌবন-রসে হৃদয়ের বাতায়ন খুলি'
তোমার প্রতীক্ষা করি' বসে' আছি দু'নয়ন তুলি',
হে সুন্দরী প্রিয়া, প্রিয়তমা!
আজি মোর গীত-রাগে
অশোক-মঞ্জরী জাগে,
পলাশের ওষ্ঠপুটে লাগিয়াছে তাম্বুল-সুষমা!
ঘুমন্ত বনের ভালে জ্বলিছে শ্যামল বহ্নিশিখা,
উন্মত্ত বায়ুর নৃত্যে কাঁপি' কাঁপি' মেলিছে মল্লিকা
গোপন কলিকা॥

দিল্‌রুবা

আমার বেদনা-দাহে রোমাঞ্চিয়া ওঠে তৃণদল,
রক্তের নর্ত্তন-ভঙ্গে সিন্ধুবুকে তরঙ্গ চঞ্চল,
হে প্রেয়সী, প্রতীক্ষা তোমার।
পথে ওড়ে পুষ্পধূলি,—
ঝড়ে দ্বার গেছে খুলি',
উন্মুক্ত মন্দির মম যাচে তব মুগ্ধ অভিসার!
আকাশের জ্যোতির্পথে আজি মোরে লইয়া হেলায়
ইন্দ্রনীল-হর্ম্ম্যে তব চলো সন্ধ্যা-স্বপ্নের ভেলায়
মেঘের মেলায়॥

যেখানে উঠিছে তব লীলায়িত তনুকার স্তব,
কেশগন্ধে উদ্বেলিছে নিঃসঙ্কোচ নেশার তাণ্ডব,
আঁখি তব রহস্য-আকুল,
সেথা' মোরে লহ ডাকি',—
বেঁধে' দাও সুর-রাখী,
আনন্দ সম্বল দিয়া করো নিঃস্ব পথের বাউল।
বেদনা-মাধুর্য্যে তব পাতো নব অমৃত-উৎসব,
সেখানে গাহিব আমি, দাও মোরে কণ্ঠ অভিনব,
সুরের বিভব॥

দিল্‌রুবা

এ দীর্ঘ প্রতীক্ষা মোর করিছে একান্ত অন্বেষণ
তোমার নিবিড় ধ্যানে শঙ্কাহত শান্ত সমর্পণ—
স্বগোপন স্বপ্নের বিকাশে।
আজি দীর্ঘ যাত্রাশেষে
পানপাত্র দাও হেসে'
অতৃপ্ত অধরে মম আন্দোলিয়া তব উষ্ণশ্বাসে।
চুম্বন-আশ্লেষে জাগি' তব উগ্র দেহের আসবে
সুন্দরের সিংহাসন রচি' যাই সঙ্গীত-সৌরভে
প্রেমের গৌরবে॥

এ মত্ত যৌবন মোর মৃত্যুদ্বার করি' উত্তরণ
বিচিত্র বিশ্বেরে আসি' বারবার দিবে আলিঙ্গন
বন্ধহারা তুরন্ত উল্লাসে।
জন্মে জন্মে বারম্বার
দিবে মোরে কণ্ঠহার,
জন্মে জন্মে আসি' তুমি সপ্তস্বরা বাজাইবে পাশে।
অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ছন্দে ঝঙ্কারিয়া মন্দিরা বাঁশরী
বসন্ত-বাসরে মম সুর-তালে আপনা পাশরি'
জাগিবে শিহরি'॥

সৌন্দর্য্য-সুরায় তব পাত্র মম করি' সম্পূরণ
আকণ্ঠ করিব পান ; মধু-রাতে কিঙ্কিনী কঙ্কণ
গুঞ্জরিবে মোর কবিতায়।
তব উত্তরীয়খানি
সর্ব্ব অঙ্গে নেবো টানি',
বৈশাখীর নৃত্যে তব বিদ্যুল্লেখা আঁকিব সিঁথায়।
পুষ্পিত প্রাণের রসে পূর্ণ করি' মৃত্যুর ভৃঙ্গার
জন্মঋণ শোধ করি' ওষ্ঠে আনি' ধরিব তোমার
শেষ উপহার॥

হজরত মোহাম্মদ

—আবির্ভাব—

উষর পথের প্রান্ত রাঙায়ে রঞ্জিত উষা-রাগে
কোন্ অনাগত অতিথি আসিবে আরবের মরু-বাগে !
নন্দন তাঁরে শাখা-ইশারায় জানায় তালের বীথি ;
তাঁর আসা-মোহে সিঁদূরে শোভিয়া উঠিছে উশীর সিঁথি।
তাঁর শিরে ছায়া-ছত্র ধরিতে চলিছে মেঘের বালা ;
তাঁরে পরাইতে গগন-বধূয়া গাঁথিছে পাখীর মালা।
গিরি-সূতা তাঁর চরণ ধুইতে ঢালিছে নিঝর-বারি ;
সারি সারি চলে ঘুর্ণী-বাঁদীরা নিঙাড়ি' বালির সাড়ি।
হাওয়া-হুরী তুলি' ধূলির পর্দ্দা ঢাকিছে রবির মুখ,—
আলোকে শাখায় কোলাকুলি করে শিশিরে শিতলি' বুক।
গুলের অধরে চুমু দিয়া-দিয়া 'লু'-সমীর ঝিরিঝিরি
খেজুর পাতার ব্যজনী ঢুলায় বাগিচায় ঘুরি' ফিরি'।
মদালস-ঘোরে কাঁপি' কাঁপি' ওঠে সোহাগে গমের শীষ,—
ফোরাতের তীরে ফিরিয়া ফতুর আতুর শ্যামার শীশ্।
তন্দ্রায় ঢুলে গন্ধ-বিবশা মরুভূর লালা-ফুল,—
কিশোরী কুঁড়ির কাতর প্রণয়ে মশ্‌গুল বুল্‌বুল্।

দিল্‌রুবা

পরাগ মাখিছে চপল পাখায় আন্‌মনা প্রজাপতি,
মরূদ্যানের ফুলের বাসরে আলসে অবশ রতি।
চিক্ চিক্ করি' জ্বলে বালু-পথ,—ঝিল্‌মিল্ মরীচিকা ;
একা হেথা কোন্ অতিথি আসিছে বুকে মরু-তৃষ্ণিকা ?

বালির ফরাসে ঝিম্ হ'য়ে তাঁরে ভাবে মরু-বেদুয়ীন ;
তুর্কী-সোয়ার সু-খবরে তাঁর দোদুলিয়া চলে ঝিন্।
তাতার-দস্যু বর্শা ফেলিয়া তাঁর পথ চেয়ে' রহে ;
তুরাণী তরুণ তাঁর বিরহের বেদনা বক্ষে বহে।
তাঁরে ঢুঁড়ে' ফেরে গিরি-কন্দরে কাবুলী অশ্বারোহী ;
হিন্দুস্তানের মনের মিনারে উঠিতেছে রহি' রহি'
উষা-ফাগে তাঁরি আসার আজান ;—স্বপনে গহিন রাতে
নামিয়াছে সে-ই ইস্পাহানের বণিকের আঁখি-পাতে।
কাশ্মিরী যুবা গোধূলি-গিরির ছায়া-তলে দূরে দূরে
শুনিয়াছে তাঁর 'কালামে'র বাঁশী বাজে যেন সুরে সুরে !
টানে বেলুচের লীচুর তলায় দীল্‌দার মুসাফের
দীওয়ানা হইয়া খুশীর খেয়ালে তাঁরি স্বপনের জের।
মরু-চারী বসি' গোবী-সাহারার বালুকার গালিচায়
দূরে শুনি' তাঁর পায়ের পায়েলা চোখ দু'টী তুলি' চায়।

দিল্‌রুবা

হেরেমের বাঁদী, কাফ্রী গোলাম, কোরেশের ক্রীতদাস
ধেয়াইছে তাঁরে—যে লিখিবে আসি' অলিখিত ইতিহাস।
মাঠে ভাবে একা চরের কৃষাণ—বন্ধু আসিছে কি-রে
পাণ্ডুর পথ শ্যামল করিয়া চরণের মঞ্জীরে ?

সে আসিছে, তাই পথে পথে পাতে রূপসী রূপের হাট,
নওজোয়ানীর ভারে দেবী নারী খুলিছে শরম-টাট।
শ্বেত শঙ্খের কিংখাবে শুয়ে' রঙীন আঙিয়া পরি'
আলেফ্‌লায়লার জুল্‌ফ্‌ও'লীরা আশে গায় আশাবরী।
ইরাণী রাণীর আশ্লেষ-নেশা উড়িয়াছে দূর-চরে,
মিসরের ছুঁড়ী মিছ্‌রীর ছুরী নিজ বুকে হেনে' মরে।
অকারণ সুখে বুকের ব্যথার বেসাতি করিতে খোঁজে
লাল আপেলের লালী যার গালে—সেই বালা নওরোজে।
কাঁচুলি দুলায়ে কাঁকাল লচকি' নিতে জমজম্‌-নীর
গুরুশ্রোণীভারে অলস-গমনা বেদুয়ীন-কুমারীর
কলস ছলকে, রিণিঠিণি কহে হাতের কাঁকণ চুড়ি;
পথ-নুড়ি'পরে ঝরি' পড়ে তা'র হাসির পুষ্প-ঝুরি।
মহল ভুলিয়া দজ্‌লার জলে গাগরী ভাসায়ে দিয়া
মুখের নেকাব খুলিয়া বিধুরা বসি' থাকে উদাসিয়া।

দিল্‌রুবা

রূপসীর-রূপে-রূপালি রাতের জুই-ফুলী জোছনায়
সোনার বাঁশীতে অশ্রু-হাসিতে অধীরা কানন ছা'য়।
ক্ষীণ কাঁচুলিতে পীন কুঁচযুগ আবরি' নবোঢ়া বালা
পান্নার হার গাঁথিছে বিরলে বুকের সুরভি-ঢালা।
লালা-নার্গিস আঁকি' তা'র মিশ্‌-কালো পশ্‌মিনা-চুলে
স্বপন-পুরের পরী-বকৌলি রূপের কলাপ খুলে।

সে আসিছে, তাই রবাবে চালায় তাপীরা তপ্ত ছড়ি,
সরাই-খানার দ্বার ভেঙে' যায়—গেলাসের গড়াগড়ি।
খুশীর ম'ফিলে তোলে মস্তান দারাজ-গলার রব,
আস্তানা জুড়ি' মেলা বসিয়াছে,—মঞ্জিলে উৎসব।
গুণীর হাতের পরশ-সোহাগে বাজে মিঠা এস্রাজ ;
জিপ্‌সী-জায়ার কণ্ঠে ঝুরিছে শিরীন্‌ গজল আজ।
হিঙুল-রঙের আ্ঙুলের ঘাতে সারেঙী সে গোঙাইছে ;
বাঙালী বাউল একতারা হাতে গাহিছে সমের পিছে।
মরু-নটী তা'র ঘুঙুর বাজায়ে দেহ-তরঙ্গ তুলি'
সঙ্গীতে দেয় ইঙ্গিত তাঁরি ঘুরায়ে পৈঁচি রুলি।
বেহুঁশ হইয়া শুঁড়িরা শুনিছে—কেমনে কাঁদিছে সুর
বেয়ালার বুকে বিরতিতে কহি' : অনাগত নহে দূর!

দিল্‌রুবা

সে আসিছে, তাই মেঘের রাখাল নাচিয়া গিরির তটে
বন্ধুর লাগি' বিনে-সূতী মালা বিনাইছে অকপটে।
দুম্বা-শিশুরে কাঁচা ঘাস দিয়া পুলক সে মনে করে—
খাঞ্চা ভরিয়া যব বিলাইয়া নীড়ে-ওড়া কবুতরে।
ডাঁশা ডালিমের দানার মতন কুঁচি দন্তের পাঁতি
মেলিয়া শিশুরা হাসে ভাবি'—আসে খেলার নতুন সাথী।

সে আসিছে, তাই মরু-সদাগর লবঙ্গ দারুচিনি
রত্ন প্রবাল মণি-মঞ্জুষা হীরক আনিছে কিনি'।
আরব-বণিক ডিঙা ভারী করি' বিদেশী লৌহ আনে,
দেশে জনমিছে পরশ-পাথর—সোনা করিবে, সে জানে।
উষ্ট্রের পীঠে সওয়ার শেখেরা—দুলি' ওঠে তাঞ্জাম,
তাঁর সম্বাদ শুনিয়াছে তাই চলিছে অবিরাম।
তাই গাংকুড়ে ময়ূরপঙ্খী, উড়িছে পঙ্খীরাজ ;
প্রবাল ফেলিয়া আভীর-বালিকা পাতা দিয়া গড়ে তাজ।
দেশে দিশে জাগে হাসি-হুল্লোড়, নতুন কথার ভীড় ;
স্বর্গে মর্ত্ত্যে দোল্‌ খেয়ে' ফিরে অগীত গানের মীড়।

দিলরুবা

যুগের অতিথি আসিতেছে তাই উৎসব আবাহণী,
'বাকেয়া'য় গাহে বিদেহী বঁধুরা, মর্ত্যে জাগর-ধ্বনি !—
যে-রাজ্য কেহ গড়ে নাই আজো, তাহার স্বপনে জাগে
তাঁবুতে নিশীথে স্বেচ্ছাসেনারা সৃজনের অনুরাগে।
যে-সত্যবাণী প্রচার হয়নি ধরণীতে কোনোদিন
তাহার ইশারা আকাশে-আকাশে বাতাসে কাঁপিছে ক্ষীণ
যে-প্রেম পেলোনা মানুষের তরে অনাহত অধিকার
প্রাণের খেলায় আনিছে সে তায় প্রতুল পাথেয়-ভার।
মর্ত্যেরে বাঁধি' দিবে সেই প্রেমে স্বর্গলোকের সাথে
অমৃত-আলোক দুই হাতে বাহি' বিশ্ব-আশীষ মাথে।...

আল্লার আলো-রশ্মি তাঁহার ললাট সহসা চুমে,
বেহেশ্‌ত হ'তে সে বিদায় মাগে মক্কার মরুভূমে!
মেওয়া-ফল ডালে দুলিয়া জানায় সালাম নমস্কার ;
সোহাগে সেরাত সেতু-বাঁধ দিয়া তাঁহারে করিছে পার।
জীবন লভিতে সহজ শোভন হয় তাঁর চলা-গতি ;
জন্মের পথে সুন্দর আসি' তাঁহারে জানায় নতি !—
মেঘের অঙনে বিজ্‌লী-বালিকা বাঁকা তলোয়ার খেলে,
তিমির-ময়ূর মন-সুখে তা'র তারার পেখম মেলে।

দিলরুবা

আকাশের ফুল ঝরি' ঝরি' পড়ে সবুজ ধরার গায়,
রঙের সোহাগে জল-ভরা মেঘে ইন্দ্র-ধনুক ভায়।
শস্য-শীর্ষে সোনার আঙুল বুলায় কিরণ-বালা ;
ফেন-উষ্ণীষ-শিরে সমুদ্র—গলে তা'র ফেন-মালা।
তরল অনলে ঝল্‌মলে সাঁঝে পাহাড়ের তরু-জটা,
বালি-বেলাভূমে চিক্‌মিক্‌ করে রোদের কনক-ছটা।
দুনিয়া ভেস্তে জাগে উৎসব অনাহত অবিরাম—
দেব নর গাহে—"সাল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লাম" !

জনমে রসুল আমীনার ঘরে, তাই হেজাজের পথে
জল্‌সা করিতে জিব্রীল আসে জৌলুস-রাঙা রথে।
মজলীসে বসি' মুত্‌রীব গাহে সুর-মোহে মস্‌তানা ;
আবাবিল আসে পাখায় কাঁপায়ে আকাশের শামিয়ানা।
ফিরদৌসের সওগাত বহে দিকে দিকে আঞ্জাম—
চরাচর গাহে—"সাল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লাম" !
দাদা মোত্তালেব্‌ নাতি কোলে নিয়ে হুচুট্‌ খাইয়া ছোটে ;
খোদিজা বিবির ঘুম টুটে' যায়, বুকে ব্যথা জেগে ওঠে।
বাচ্চার তরে বেহেশ্‌ত হ'তে আব্‌দুল্লার স্নেহ
ঝরি' পড়ে ধারে, শিশুর আলোকে ঝলকিয়া যায় গেহ।

দিল্‌রুবা

নূরের পরশে প্রাণ পেয়ে' হয় রৌরব অভিরাম—
পাপী তাপী গাহে—"সাল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লাম" !
সুখের ফোয়ারা ফুড়ে বয়ে' যায় দুখের কালীয়-দহে ;
বৃশ্চিক-জ্বালা ফুল-চুম্বন হইয়া সেথায় রহে।
বজ্র-বহ্নি নিভে' যায়, ঝলে দোজখ্‌ জাহান্নাম—
গোনাহ্‌গার মুখে—"সাল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লাম" !
জান্নাত-দ্বার খোলা পড়ে' আজ প্রহরীর নাহি ভীড়,
হুর পরী সবে দরুদ পড়িছে—চোখে হর্ষের নীর।
আল্লা সে নিজে মানব-মহিমা গাহিছেন অভিনব ;
ফেরেশ্‌তা ভুলি' আগুনের পাখা—করিছে নরের স্তব।
অনাদি যুগের ইতিহাস ঠেলি' জাগে মানুষের নাম—
মোমীনের মুখে—"সাল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লাম" !!

—মহাজীবন—

তপ্ত তপনের তলে যেথায় দারুণ হাহাশ্বাসে
প্রকৃতি কাঁদিছে পাণ্ডুবাসে,
জন্ম নিলে তুমি সেথা আরবের নিরানন্দ বুকে
মহাতপা মহম্মদ! গোলাবের মধুকুঞ্জে সুখে
শোননি ভ্রমর-গীতি। শিহরিত শ্যাম-দুর্ব্বাবনে
হেরনি কৌমুদি-কান্তি। নির্ঝরের কলকল-স্বনে
ভাবাতুর হওনি স্বপনে।
পেয়েছিলে মরুময় ঝঞ্ঝা-ক্ষিপ্ত শুধু অগ্নিগীতি—
অস্ত্রে অস্ত্রে সত্য-পরিচিতি॥

আত্মার গহনে শুনি' অজ্ঞেয়ের মৃদু সঞ্চরণ
অগ্নিমন্ত্রে করিলে বরণ।
বিপদ-ঝঞ্ঝার মাঝে শোনাইলে কিবা তূর্য্যনাদ!
মৃত্যুরে মন্থন করি' এলো নব জীবনের স্বাদ।
শোণিতাক্ত কলেবরে বিকশিল বেহেস্তের দ্যুতি—
দ্বিধা দৈন্য নাহি আর, আপনারে করিয়া আহুতি
নিবেদিলে প্রাণের আকুতি।
স্বর্গ-মর্ত্ত্যে বাঁধি' দিয়া অসীমের প্রেম-সিংহাসন
রচিলে প্রথম সম্ভাষণ॥

দিল্‌রুবা

বহুবাদী আরবের ভাঙি' দিয়া প্রমূর্ত্ত প্রতিমা
প্রচারিলে একের মহিমা।
উদ্‌বুদ্ধ আত্মার আলো সহিল না মূঢ় বেদূয়ীন্—
বিষ-শরে জর্জ্জরিল কুটিল সন্দেহে রাত্রিদিন!
ক্ষমা-দীপ্ত হাস্যমুখে সহিলে অসহ অত্যাচার;
ত্যজিলে না সত্যে তবু, বক্ষচ্ছায়ে বহি' আপনার
দ্বারে দ্বারে ফিরিলে দুর্ব্বার।
দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারিলে বিশ্বে তব অকুণ্ঠিত বাণী
হে অতন্দ্র সত্যের সন্ধানী॥

উদার উদাত্ত স্বরে বিঘোষিলে কোরানের গাথা,
—টুটি' গেল সব ভয় বাধা।
বিদ্যুৎ-সঙ্কেতে কিবা বিদারিলে অন্ধ-শূন্যতারে!
পারশ্যের রাজশক্তি উড়ে গেলো একটী ফুৎকারে,
নিষ্প্রভ নিশ্চল হলো রুদ্র-ভীম রোমের বাহিনী।
বর্শাফলকে সে নহে, কৃপাণের নহে সে-কাহিনী,
—শ্রেয়ঃমুখী সে-শক্তি দাহিনী!
অম্লান সত্যের পথে করিয়াছ রক্তাক্ত সংগ্রাম,
বজ্ররোধী তব ইস্‌লাম॥

দিল্‌রুবা

প্রেত নয়, পিতা নয়, কেহ নয় উপাস্য দেবতা ;
—অখণ্ডের ঘোষিলে বারতা।
প্রকৃতির প্রাণ-মূলে, আকাশের নিগূঢ় ইঙ্গিতে,
জীবনের ধ্যান-রসে দেখিয়াছ তাঁরে তরঙ্গিতে।
জড় ও জীবের মাঝে বাজিতেছে ঐক্যের স্পন্দন,
সৌন্দর্য্যের হেম-সূত্রে সূর্য্যে-গ্রহে রয়েছে বন্ধন,
মর্ম্মে মর্ম্মে গাঢ় আকর্ষণ!
প্রত্যয়ের গূঢ়-রসে করিলে সে একের সাধনা—
কর্ম্মপূত শ্রেষ্ঠ আরাধনা॥

তব মাঝে প্রকাশিল মানুষের পূর্ণ পরিণতি ;
লহ, গুরু, যুগের প্রণতি!
অসংখ্য বন্ধন-বুকে দুঃখ-দাহে বিকাশিল তব
অপূর্ব্ব জীবন-রূপ, পরিপূর্ণ আত্মার বিভব।
অক্ষয় প্রেমের মন্ত্রে ভরি' দিলে মানবের প্রাণ,
আদিম দেশের বুকে উড়াইলে সাম্যের নিশান,
বাজাইলে মুক্তির বিষাণ।
তাই তব পদাম্বুজে সমর্পিনু সঙ্গীত আকুল—
মোর দু'টী বেদনার ফুল॥

—তিরোধান

খোর্শ্মার শাখা কাঁপায়ে সহসা তুলি' রব হায় হায়
আছাড়িয়া পড়ে মরু-পূরবীয়া আরবের আঙিনায়।
বালির ঝালর চারদিকে তুলি' আঁধারিয়া দিক পথ
ব্যথার বারতা বহিয়া নকীব হাঁকে সাইমুম-রথ।
ঝটিকার বুকে বিঁধিয়াছে শেল—ঝাপটি' সে চলে পাখা
দলি' সমুখের বাদামের বীথি, ছিঁড়ি' নারিকেল-শাখা।
ডানার আহত আবেগে তাহার উড়ে' যায় মরু-বালি,—
'লু'-হাওয়ার ফুঁয়ে নীল হ'য়ে যায় গোলাব-ফুলের লালী।
মরু-বাগিচার চারা ঢলি' পড়ে, ডালে ডালে হাহাকার,
হরিৎ পাতারা পীত হ'য়ে ঝরে—উবে' গেছে সে-বাহার।
গোপন সুরভি বাসি হ'ল ভোরে আঁখি মেলিছে না কলি;
ফুলের পাঁপ্ড়ি ঝরি' ঝরি' পড়ে, ঝিম্ হ'য়ে বসি' অলি
বাব্লার বনে বসে' ছিল শ্যামা, থেমে' গেছে তা'র শীশ্;
বুলবুলি গুলে বিষের পেয়ালা চালায় অহনিশ।
ফুলে ফুলে উড়ি' প্রজাপতি আজ শোকের কাহিনী কয়,
অসহ আঘাতে ভুঁয়ে নুয়ে পড়ে কচি-প্রাণ কিশলয়।
বনের সিঁথায় ব্যথার সিঁদূর, কপালে দুখের টীকা;
হাহা করি' কাঁদে ঝাউয়ের কানন হানি' নিজ ললাটিকা।

দিল্‌রুবা

নাশ্‌পাতি হ'ল ব্যথায় হলুদ—কেঁদে' ঝরে ভূমিতল ;
বেদনা-রঙীন আঙুরের হিয়া অশ্রুতে টলমল।
দাড়িমের শিরে অশনি-নিপাত, ফাটিয়া সে চৌচির ;
বেদানার দানা বেদনা জানায়—কলেজার ছেঁচা নীর।
কাঁদে বন-বালা, গলে বাসি মালা, বুকে বেদনার ভারি ;
দিকে দিকে জাগে ব্যথা-ইঙ্গিত, দিকে দিকে আহাজারি।

কাঁদে দিক্‌-বালা বেণী এলাইয়া নয়ন মুছিয়া নীলে ;
তারার আঁখির অশ্রু-শিশির ঝরি' পড়ে এ-নিখিলে।
দিগ্বলয়ের সীমান্ত ব্যাপি' ব্যথাহতা ক্রন্দসী
দিগঙ্গনার কণ্ঠ জড়ায়ে কাঁদিছে মৌন বসি'।
চৌদিকে জাগে করুণ কাঁদন, চৌদিকে কলনাদ ;
শুক্ল-পক্ষ-তিথিরে তিতিছে ব্যথিতের ফরিয়াদ।
'রবী'র ঊষার আলোক আকাশে শোকে পড়ে মুরছিয়া ;
বিষের জ্বালায় কালো হ'য়ে ওঠে শ্যামল মেঘের হিয়া।
বুকের আগুনে বিদ্যুল্লতা জ্বলন্ত ব্যথা-বেশে
বৃথা কার পানে শর হয়ে ছোটে শূন্যে নিরুদ্দেশে।
আকাশের বুক বিদীরণ করি' বিদায়-বজ্রপাত,
দুঃসহ দুখে থম্‌থম্‌-হিয়া শ্বসিছে শিশির-রাত।

দিল্‌রুবা

কুহেলির গেহে লুকায়ে কাঁদিছে সহেলি সপ্ত-ঋষি ;
অশ্রুবাদল-আঁধারে বসিয়া একেলা জাগিছে নিশি।

দ্বাদশীর চাঁদ পাণ্ডুর মুখে নামিছে নীপের বনে ;
সিন্ধুর হৃদে ব্যথার জোয়ার চাঁদিমার চুম্বনে।
উর্ম্মি-মুকুরে আলোর ভাঙন আর নাহি ঝল্‌মলে—
কোন্ সুর-পরী ঝুরে আজি তা'র গোপন হিয়ার তলে !
উপলের দল গলাগলি করি' দজ্‌লার কূলে-কূলে
সোতের আঘাতে আহা করি' কাদে শ্যাওলা-সোহাগ ভুলে'
শঙ্খ ঝিনুক ছিটায়ে দু'ধারে ছুটিছে ফোরাত-নীর
দরীয়ারে দিতে দুখের খবর নুড়িতে হানিয়া শির,
বক্ষে তাহার ঘন হিন্দোলা, অন্তর উতরোল,—
দোলায় ঢেউয়ের নাগরদোলা-রে ক্রন্দন-কলরোল।
তরঙ্গ-সাথে সাঁতার কাটিতে পারে না মৎস্য-বালা,
পাঁখ্‌নারে তা'র বেদনা-বিবশ করেছে সে কোন্ জ্বালা !
সাগর-কুটীরে কাঁদে মীন-নারী ল'য়ে তা'র স্বামী মৃত,
ক্ষণে ক্ষণে জাগে জলে ফেনায়িত অশ্রুর বুদ্বুদ।
বিষ-দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করি' কাঁদে নাগ, নাগ-বালা ;
চরে শুয়ে' কাঁদে নীরের কুমীর—বুকে তার ব্যথা ঢালা।

দিল্‌রুবা

কে জল-দেবতা ঝাপটিয়া মরে জলের ঘূর্ণী-পাকে
অজানা আঘাত সহিতে না পারি উজানী গাঙের বাঁকে।
খোয়াজ-খিজির মূর্চ্ছিত শোকে, পীড়িত বদর-পীর ;
তীর ছাপি' উঠে ব্যথা-উন্মাদ আকাবার কালো নীর।

নয়নের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—অশ্রুর বন্যায়
চোরাবালি-ঘেরা গমের ক্ষেতের আ'ল বুঝি ভেঙে' যায়!
শোক-ঝটিকায় লুটাইছে ভূমে যবের সবুজ শীষ,
পাইন-পাতায় লেপিয়া দিয়াছে নতুন ব্যথার বিষ।
মরূদ্যানের উদ্যানে যেন গাছ লতা নাহি আর,
উষ্ণ বালির তট জুড়ি' শুধু একাকীয়া হাহাকার।
শশক-শিশুরা রৌদ্রে শুইয়া—ছুঁইছেনা পাতা পানি ;
ধুব্‌ধুব্ করে দুম্বার বুক কী ব্যথায়, নাহি জানি।
কাঁচা ঘাস কঁচি মেষের দুলালী অভুক্ত ফেলি' রাখে—
ঝর্‌ঝর্ করি অঝোর অশ্রু নেমে' আসে দু'টো আঁখে!
বাচ্চারে দুধ পি'য়াতে যাইয়া মাথা কুটি' মরে মৃগ ঃ
বন্ধন হ'তে তা'রে যে ছাড়িল—সে-সখা মরিল কি গো ?

দিলরুবা

পড়েছে সে আজ মৃত্যুর ফাঁদে—ফুরায়েছে পরমাই,
মর্ম্ম-বিদারী হাহাকার ওঠে দ্যুলোক ভূলোকে তাই।
আজ্রাইলের দু'আঁখি ভরিয়া ঝরে খুন্-পেষা নীর—
কেমনে ও-জান্ কব্জ্ করিবে বুক ভাঙি' ধরণীর!
মীকাইল হানে শূন্যে অশনি তুলিয়া আর্ত্তনাদ;
শোক-শিলা-ঘাতে জিব্রাইলের ভেঙেছে বুকের বাঁধ।
ঈস্রাফিল সে শিঙা উঠাইয়া রুখিয়া উঠিয়া কয়ঃ
"এ দুঃখ-ভার বহিতে কে পারে? ঘটাবো মহাপ্রলয়।"

খোদার আরশ কাঁপাইয়া ওঠে মানুষের ক্রন্দন;
স্রষ্টা কাঁদিছে সৃষ্টির শোকে,—আঁধার নভাঙ্গন।
জাহান্নামের দ্বার ধরি' কাঁদে হতাশে লাৎ মানাৎ,
সেরাতের তীরে সয়তান বসি' করিছে অশ্রুপাত।
জীবনের পথে পাইয়াও যাঁরে জীবনে পেলনা, আহা,
বিমর্ষ মনে মাতম্ করিছে তাঁর তরে আব্রাহা।
সাগ্নিক-আঁখি পাণ্ডুর করি' ফিরে' চায় ফেরাউন;
কারুণের পুরী ধ্বসিয়া পড়িছে; নম্রুদ নিম্খুন!
কোথা' নিপীড়ক লহব, জাহেল, কাঁদে যে ও সুফিয়ান;
দোজখ্ কাঁপায়ে চীৎকার করে গোনাহ্গার ইন্সান।

দিল্‌রুবা

পয়গাম তাঁর মানিল না যারা, তা'রাও মৃত্যু-পার
শোকের আবেগে শিরে কর হানি' করিতেছে হাহাকার।
কাফের মোমেন ভেদাভেদ নাহি, জড়ায়ে পরস্পর
অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে কাঁদিয়া আসে আয়েশার ঘর।
গৃহ ও গৃহীর শির-দাঁড়া যেন আঁখির বন্যা-জলে
চুর্‌মার হ'য়ে গেছে একেবারে—লুটাইছে ধূলিতলে।
শিশু জননীর ছাড়ি' স্নেহ-নীড় দর্‌দর্‌ আঁখি-ধারা
খুলিয়া দিয়াছে, মুরছিতা মাতা বক্ষে হানিয়া সারা।
উপুড় হইয়া কাঁদে নর-নারী—বরাঙ্গ বিমলিন,
পদ-অলক্ত মুছে' গেছে আজ নয়ন কাজল-হীন।
দেয়ালীর আলো নিভে' গেছে হায় কোথায় দীপান্বিতা!
অশ্রু-আখরে রচা হ'য়ে ওঠে বেদনার সংহিতা।
আলোকের গান থামিয়া গিয়াছে,—আলেয়ার উৎসব;
হেরা-গুহা হ'তে ভেসে' আসে শুধু মৃত্যুর কলরব!
ভেঙে' চূরে' গেছে বেলোয়ারী বাতি,—জগৎ অন্ধকার;
রোজ-কিয়ামত ঘনাইয়া আসে সহসা কি বসুধার?

বিশ্ব-প্রকৃতি বিষাদে বসিয়া অশ্রু-পাথার পারে:
ও যেন কাফন-ঘেরা মুর্‌দার্‌—রয়েছে নির্ব্বিকারে,-

দিল্‌রুবা

কখন আসিবে বিদায়-মিছিল, যোগ দিয়া অভিযানে
মৃত্যু-পীড়িত পৃথিবীরে ত্যজি' যাবে আর-কোন্‌খানে!

পাষাণ-মিনারে দাঁড়ায়ে বেলাল—কণ্ঠে আওয়াজ নাহি,
ওঠে হাহাকার, ম্লান আঁখি তাঁর ফিরে দিগন্তে চাহি'।
মরুর কাননে ওয়ায়েছ-কারাণী বিহ্বল-বেশে ঢুঁড়ে—
দাঁত-ভাঙা ব্যথা দিল বিধি তবু ভুলিল না বন্ধুরে?

শোক-উচ্ছ্বাস উঠে ভোর হ'তে মদীনার ঘরে ঘরে,—
হাসান হুসেন বেহুঁসে কাঁদিছে ফাতিমার গলা ধ'রে।
আবু-বকরের দু'চোখে বহিছে ব্যথার সাঁতার পানি;
ম্লান ওস্‌মান কণ্ঠে ধরিয়া কাঁদন-কেতন খানি।
কহিছে ফারুক শূন্যে চাবুক ঘুরাইয়া পাঁই পাঁই:
তাহার পিঠের ছাল তুলে' নেবে—যে বলে হজরৎ নাই।
'মওতে'রে পেলে' হাতের নাগালে দুলদুলে দেবে পেষে'—
মোর্ত্তজা আলী খঞ্জর খুলি' কহে উন্মাদ-বেশে।

দিল্‌রুবা

জাহান জুড়িয়া দেশে দিশে জাগে আর্ত্তের আহাজারি,
আরশের পায়া ধরি' কহে ধরা : "এ-ব্যথা বহিতে নারি!"
আলুথালু বেশে কাঁদে বসুমতী হারাইয়া সন্তান :
"কোন্ প্রাণে তুই কাড়িলি, রে খোদা, তোর এ শ্রেষ্ঠ দান?"
হাসি-ঝলমল্ আঙিনায় তা'র ঘনায় শাঙন-রাতি,
অশ্রু-বাদল ঝরি' পড়ে, ঝরে বাসি কুসুমের কাঁতি!
অন্তরে তা'র করে হাহাকার তৃষ্ণার মরু-শিখা,
সন্তান তরে স্বেচ্ছায় শিরে লেখে সে মৃত্যু-লিখা।

যাঁর লাগি' জাগে মহাকাশ জুড়ি' বিশ্বের ফরিয়াদ,
ভেস্তের দ্বারে ফেরেশ্‌তা তাঁরে কহে : 'মোবারক-বা'দ।'

—ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম—

জড়তার রূঢ়স্পর্শে মূহ্যমান মোদের জীবন,
ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, বিকৃত, পাণ্ডুর।
হস্তের স্তিমিত শিখা মন্ত্রমোহে নিভেছে কখন ;
পদধ্বনি শুনি যে মৃত্যুর !
তপস্যারে বিস্মরিয়া চলিয়াছি গতানুগতিক ;
তোমার দোহাই দিয়া সাজিয়াছি অন্ধ পৌত্তলিক।
চাহিনা জীবন-স্বাদ, বুদ্ধি-দীপ্ত আত্মার সৌরভ,
দৃষ্টি অভিনব॥

আপনারে কেন্দ্র করি' ভুলিয়াছি স্রষ্টার বন্দনা—
যে-বন্দনা সৃষ্টির সেবায়।
সত্য ও শ্রেয়ের পথে বিশ্ব-সাথে সংযোগ-সাধনা—
দুর্ব্বলের দুঃস্বপন-প্রায় !
শত তুচ্ছ স্বার্থপীঠে নিত্য অর্ঘ্য যাইতেছি দানি',
পদে পদে ভুলিতেছি বজ্রসার তৌহিদের বাণী।
নিজেরে নিশ্চেষ্ট করি' ঘেরি' আছি অতীত-কঙ্কাল,
প্রাচীন জঞ্জাল॥

দিল্‌রুবা

জীবনের গন্ধোচ্ছ্বাসে যোগনিদ্রা ভেঙে' দাও ত্বরা,
করো করো জাগ্রত মহান!
প্রত্যয়ের শিখা-রূপে সত্য-দীপ্তি দাও প্রাণ-ভরা,
দৃঢ়-কণ্ঠে করহ আহ্বান!
সংঘাতে-সঙ্কটে-দাহে-প্রেমে-বন্ধে অনন্ত-পথের
বিচিত্র জীবন তব তুলি' ধরো সম্মুখে মোদের!
কর্ম্মে কর্ম্মে বিকশিয়া ছুটে' যাই অসীমের পানে
নির্ভীক পরাণে॥

স্বর্গের আলোকে তুমি অগ্রে অগ্রে দেখাইবে পথ,
মৃত্যু লঙ্ঘি' যাবো বাহিরিয়া!
মুক্ত-বন্ধ আত্মা তা'র মেলি' দিবে অনন্ত সম্পদ
দুঃখ-ঘাতে নিজেরে দহিয়া।
সাম্য ও মৈত্রীর তব বীর্য্যবন্ত সাধনার বলে
সর্ব্ব মানবের দ্বারে পৌঁছি' দেবো সেবা কুতূহলে!
—অখণ্ড বিশ্বের তীরে দাঁড়াইবে তব শিষ্য সব
অখণ্ড মানব॥

আজাদ

বাধা-বন্ধনে বজ্র হানিয়া উষা-পথে তুলি' তূর্যানাদ
নব-জীবনের নব-অভিযান-ঝাণ্ডা উড়ায়ে চলো আজাদ

সম্মুখ-পথে যাবে যাত্রীরা ভেদি' সঙ্কট ঝঞ্ঝা-রাতে
ভবিষ্যতের রাজপথ গড়ি' সবুজ বুকের রক্তপাতে।
নিঃস্ব যাহারা নিশীথ-কারায় কাঁদে অসহায় আলোর লাগি'
কারাগার-দ্বার ভেঙে' পড়ে ওই—দলে দলে চলে তারাও জাগি'।
বাধা-বন্ধনে বজ্র হানিয়া উষা-পথে তুলি' তূর্য্যনাদ
নব-জীবনের নব-অভিযান-ঝাণ্ডা উড়ায়ে চলো আজাদ ॥

নিশান্তে জাগে ঘুমন্ত যত, জাগে দুরন্ত রক্ত-সেনা,
জাগে উদ্ধত পর-পদানত শত্রু-লোহুতে শুধিয়া দেনা।
জাগে ক্ষুধা-ক্ষীণ, জাগে সুধা-হীন, জাগে দুর্ব্বল ভাগ্যহত,
জাগিছে জোয়ান, জাগে প্রাণবান, জাগে বিদ্রোহী লক্ষ শত।
বাধা-বন্ধনে বজ্র হানিয়া উষা-পথে তুলি' তূর্য্যনাদ
নব-জীবনের নব-অভিযান-ঝাণ্ডা উড়ায়ে চলো আজাদ ॥

দিলরুবা

ধূলি-কাদা-মাখা মানুষের শিশু দলে দলে আজ করিছে ভিড়,
আপন প্রাপ্য অধিকার চায়—তার লাগি' দিবে লাল রুধির।
বঞ্চিত আর রহিবে না তা'রা, সহিবে না বসি' অত্যাচার ;
উৎপীড়কের উত্তর দিবে, এসেছে সহসা প্রাণে জোয়ার।
বাধা-বন্ধনে বজ্র হানিয়া উষা-পথে তুলি' তূর্য্যনাদ
নব-জীবনের নব-অভিযান-ঝাণ্ডা উড়ায়ে চলো আজাদ ॥

ভোরের মিনারে দিতেছে আজান শোনো শোনো ওই মোয়াজ্জিন
দুঃখের নিশা পোহাবে এবার আকাশে বাজিবে আলোর বীণ্ !
জোর-পদে চলে রক্ত-পথিক বক্ষে জ্বালিয়া বহ্নি-শিখা,—
বিপ্লব-শেষে সুন্দর আসি' কণ্ঠে পরা'বে জয়-মালিকা।
বাধা-বন্ধনে বজ্র হানিয়া উষা-পথে তুলি' তূর্য্যনাদ
নব-জীবনের নব-অভিযান-ঝাণ্ডা উড়ায়ে চলো আজাদ ॥

মোয়াজ্জিন

নতুন যুগের মিনারে দাঁড়ায়ে আজান ফুকারে মোয়াজ্জিন
তিমির-সাগর সাঁতারি' উষায় দলে দলে এসো নব-নবীন।

নিশান্তে শোনো ঘুমন্ত, হাঁকে অশান্ত যুগ-বেলাল—
গভীর সুরের কাঁপন-আঘাতে টুটে' ছুটে' যায় তন্দ্রাজাল।
যুগান্ত-ঘেরা দিগন্ত হতে অলক্ষণের কুহেলি-লেখা
হিম-নিশি-শেষে মুছিয়া গিয়াছে, নবারুণ-ছবি যায় যে দেখা
নতুন যুগের মিনারে দাঁড়ায়ে আজান্ ফুকারে মোয়াজ্জিন
তিমির-সাগর সাঁতারি' উষায় দলে দলে এসো নব-নবীন॥

ভরি' তৃষাতুর জীবন-পেয়ালা ভোরের আলোর শরাব পি'য়া
জাগো আনন্দ-সুন্দর আঁখি! জাগে পথ, জাগো পথিক-হিয়া।
জীবন-বিকাশ আরাধনা জানি' তপঃলোকে জাগো তন্দ্রাহত—
জগতের হিতে প্রাণ বলি দিতে মৃত্যু-ম'জিদে মমিন্ যত।
নতুন যুগের মিনারে দাঁড়ায়ে আজান্ ফুকারে মোয়াজ্জিন
তিমির-সাগর সাঁতারি' উষায় দলে দলে এসো নব-নবীন॥

দিল্‌রুবা

পথ-সম্মুখে চলা-গান গাহি' চলো চঞ্চল তরুণ-প্রাণ,
অমৃত-লোকের সাধনার বলে ঘুচাও ধরার অসম্মান।
নবযুগ-গাথা পদ-তালে রচি' অসি-ঝঙ্কারে অগীত গান
নিতি বসুধার নূতন ক্ষুধায় আনো অপরূপ সুধার দান।
নতুন যুগের মিনারে দাঁড়ায়ে আজান ফুকারে মোয়াজ্জিন
তিমির-সাগর সাঁতারি' উষায় দলে দলে এসো নব-নবীন ॥

মহা-জীবনের আস্বাদ লাগি' আত্মায় এ কি উন্মাদনা!
মরণের ভালে জীবনের ব্যথা এঁকে' দি'ক্ নব আলিম্পনা।
অজানার তৃষা বুকে নিয়া জাগো, জাগো প্রভাতের গীতি-পিয়াসী,
মরলোক-বাসী অবিনাশী জাগো, মুখে নিয়া জাগো আশার হাসি।
নতুন যুগের মিনারে দাঁড়ায়ে আজান্ ফুকারে মোয়াজ্জিন
তিমির-সাগর সাঁতারি' উষায় দলে দলে এসো নব-নবীন ॥

জয়যাত্রা

যাত্রা তব শুরু হোক্, হে নবীন, কর হানি' দ্বারে
নব-যুগ ডাকিচে তোমারে।
তোমার উত্থান মাগি' ভবিষ্যত রহে প্রতীক্ষায়—
রুদ্ধ বাতায়ন-পাশে শঙ্কিত আলোক শিহরায়!
সুপ্তি ত্যজি' বরি' লও তা'রে, লুপ্ত হোক্ অপমান,
দেখা দি'ক্ শাশ্বত কল্যাণ॥

সৃজন-উৎসব আজি, হে নবীন, খুলে' দাও দ্বার,
আনো তব নব-উপহার।
নিখিল-মানব মিলি' বিশ্বপ্রান্তে পাতিয়াছে মেলা—
উদ্বোধনী-বাণী তার তুমি আসি' গাহো এই বেলা!
উদার পরাণ মেলি' সবাকার লহ' আলিঙ্গন,
দৃঢ় হোক্ আত্মার বন্ধন॥

ক্রন্দিছে নিখিল বন্দী, হে নবীন, মুক্ত করো তা'রে,
নিয়ে চলো আলো-অভিসারে।
পৃথিবীর অধিকারে বঞ্চিত যে ভিক্ষুকের দল—
জীবনের বন্যাবেগে তাহাদের করো বিচঞ্চল!
অসত্য অন্যায় যত ডুবে' যাক্, সত্যের প্রসাদ
পি'য়ে লভ' অমৃতের স্বাদ॥

অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি', হে নবীন, চলো অনায়াসে
মৃত্যুজয়ী জীবন-উল্লাসে।
আসুক বেদনা ভীতি, আসুক ব্যর্থতা পরাজয়—
সর্ব্ব-বন্ধ বিস্মরিয়া ধ্বনি' তোলো অসীমের জয়!
কণ্ঠে ধরি' বিধাতার জ্বালা-মাখা রক্ত মালাগাছি,
বলো: "মাভৈঃ, আমি আসিয়াছি।"

উপাসনা

জাগো জাগো রাত্রির পূজারী !
মত্ত ঝড়-বজ্র শিরে আঁধার-সাগরে দাও পাড়ি
বহি' অর্ঘ্যভার।
আপন পঞ্জরায়ুধে অনাগত সুন্দর ধরার
আসা-পথ কাটি'
মরণে মরণে চলো জীবন উদ্‌ঘাটি'।
মৃত্যু-কাল-নিশীথিনী ছেয়ে' যেথা দিগন্ত-গগন—
মর্ত্ত্যের যে-প্রান্তে ওঠে ব্যথা-ক্লিষ্ট জীবনের অব্যক্ত ক্রন্দন,
সেথা তোর উপাসনা-বেদী।
এ-তিমির ভেদি'
দুর্য্যোগের অবিচ্ছিন্ন ঝঞ্ঝার আঁধারে
আজি তোরে যাত্রা করি' যেতে হবে নৈশ-অভিসারে
অনন্তের পানে,
সুন্দরের মন্দির-সন্ধানে।
পূজার আসন তোর পাতা' আছে অন্ধকার-তল—
সেথা তুই চল্
অকম্প্র প্রদীপ হাতে, ওরে মোর আলোক-চঞ্চল !
চরণের লাস্যে তোর কেঁপে' যাবে স্থবিরের জীবন মন্থর,
মহান মৃত্যুর হাতে জীবনের নব-জন্ম হবে নিরন্তর,
হাসির দহনে তোর গহনে গহনে র'বে জ্যোতির কম্পন,—
সুন্দরের শিশু চল্, চল্ মোর আলোক-নন্দন !

অভ্যুত্থান

মোস্লেমের আজি নব ভাগ্য-বিবর্ত্তন।
শতাব্দীর তন্দ্রা ভাঙি' জাগি' সেই দুরন্তেরা করিছে নর্ত্তন
প্রভাতের আলোর উল্লাসে ;
সম্মুখের যাত্রাপথে চলি' তা'রা রক্ত-রাঙা বাসে
গাহিছে নির্ভয়—
শিরায় শিরায় নাচে যৌবন দুর্জ্জয় !
কবে কোন্ তন্দ্রা-ঘোর এসেছিল প্রাণে ;
জীবনের যৌবনের বানে
আজি তা'র নাহি লেশ, নাহি তা'র কোনোও বন্ধন ;
চির-ঘুমন্তের বুকে জাগিয়াছে অফুরন্ত প্রাণের স্পন্দন।

দিলরুবা

আজিকে ধরণী ভরি' অধর্ম্মের রণিছে তাণ্ডব,
প্রেতেরা করিছে কলরব—
অশ্রুধারে ভাসিতেছে বিভ্রান্ত মানব।
অসত্যের কারা চূর্ণি' গর্জ্জি' তুলি' তাই তা'রা অশান্ত প্রণব
হাঁকিতেছে—"আগুয়ান, ওরে আগুয়ান;
ত্বরা কর্, ত্বরা কর্, ডুবে' গেল নিখিলের প্রাণ।"

সৃষ্টির কল্যাণ-পথে অনন্ত মৃত্যুর দ্বার করিয়া লঙ্ঘন,
সত্যের মশাল হাতে উল্লসিত মন
চলিয়াছে তা'রা।
সম্মুখে পিছনে বাজে ঘন ঘন কাড়া ও নাকাড়া
বজ্রমন্দ্রে তুলি'—জয়, জয়!
যতেক ব্যর্থতা আজি কানে কানে কহে বরাভয়।
দিকে দিকে সর্ব্বশিরে নেমে আসে বিধাতার স্তব্ধ আশীর্ব্বাদ;
চিত্তে তা'রা লভিয়াছে স্বর্গের প্রসাদ।

বেদুঈন-শিশু এরা, দুর্দ্দম চঞ্চল !
যুগ যুগ পড়ি' র'বে আঁকড়িয়া সুপ্তির অঞ্চল
পশ্চাতের মোহে ?
—নহে, কভু নহে।
বিশ্বের মুক্তির লাগি' জাগে ওই তাহাদের মহা-অভিযান ;
তূর্য্যকণ্ঠে বাজে যাত্রা-গান :
জয় নব নবীন উত্থান !
জয় নব নবীন উত্থান !!

পথচারী

যৌবন-বেদনা-দাহে শান্তিহারা আমি পথচারী
চলিয়াছি অনন্তের অন্তর-সন্ধানে—
অন্ধকার হ'তে ল'য়ে অন্ধকারে আলোকের ঝারি,
কুশ্রীতের মেলা-মাঝে সুন্দরের ধ্যানে।
পথ-চলা-গানে মোর জাগে পূর্ণ জীবনের স্বাদ,
মুহূর্ত্তে বিচিত্র হ'য়ে ফোটে যত ব্যথা-অবসাদ।
চঞ্চল রক্তের নৃত্যে মুক্তা হ'য়ে ঝলে আঁখি-বারি,
এই জন্মে মৃত্যু জন্ম-জন্মান্তর আনে॥

দিলরুবা

যাত্রী আমি, যাত্রা মোর পূর্ণ হ'বে নিখিলের গীতে
দুঃখ-দাহে গুঞ্জরিয়া অসীমের জয় ।
যা-কিছু গোপন আছে ধরণীর অশ্রুতে হাসিতে
সোনার বাঁশীতে সবে ধরিব তন্ময় ।
যেখানে যে-ফুল ফোটে, যেই পত্র ওঠে মুঞ্জরিয়া,
ব্যথায় বৃহৎ করি' সে-সবারে নেবে মোর হিয়া ।
বিদ্যুতের আলো জ্বালি' নেবো বুকে বৈশাখী-নিশীথে,
শিরে ল'বো আকাশের শুভ্র বরাভয় ॥

এ-ধরার তৃণ-শষ্প-পত্র-পুষ্পে যে আনন্দ-গান
উচ্ছ্বসিয়া কাঁপিতেছে নিশিদিন ধরি'—
যে-ক্ষেত্রে যে-আনন্দের আছে লেশ, তারি পূর্ণ দান
নির্ম্মুক্ত পরাণে নেবো আপনার করি' ।
অতৃপ্ত পিয়াসী আমি, নিঙাড়িয়া বসুধার সুধা
লক্ষ মুখে মিটাইব অন্তরের অন্তহীন ক্ষুধা ।
আনন্দের নিত্যস্রোতে তেজোপূর্ণ র'বে মোর প্রাণ ;
চলিব মৃত্যুর পরে নবজন্ম বরি' ॥

দিল্‌রুবা

যুগে যুগান্তরে বসি' যে যেখানে করেছে সাধনা,
যে-কেহ জীবন দিল মানুষের লাগি'—
জীবনে করিব মূর্ত্ত তাহাদের সত্য-আরাধনা,
যত সব তপস্যার আমি হ'ব ভাগী।
মানব-জন্মের আমি পেয়েছি সহজ অধিকার—
দিকে দিকে বিকশিয়া সার্থকিব সে-জন্ম আমার!
মৃত্যুরে ভরিব দিয়া জীবনের মত্ত উন্মাদনা,
এ-বিশ্বের প্রেমে র'বো চির-অনুরাগী॥

যেখানে যে-মিথ্যা আসি' দর্পভরে রুধিয়াছে পথ
আমি তা'রে হাসি দিয়া করিব নির্ম্মূল।
অস্থি-অস্ত্রে পথ কাটি' আনিব ন্যায়ের ভবিষ্যত,—
নব-যুগ সৃষ্টি-গানে হ'বে সমাকুল।
পৃথিবী উঠিবে জাগি' স্বপ্ন ত্যজি' সৃজন-উৎসাহে,
পুরাতন প্রাণ পাবে মোর রাঙা জীবন-প্রবাহে!
মলিন মর্ত্ত্যের দ্বারে দেখা দিবে স্বর্গরশ্মিরথ,—
নব-প্রেমে মগ্ন হ'বে হৃদয়ের কূল॥

চলিতেছি তোমার আদেশে

নিষ্ঠুর বিধাতা তুমি, দিলে না কো মোরে অবসর।
আলো-অন্ধকারে একা পথে-পথে চালাইলে কহি' নিরন্তর
সম্মুখে চলিতে আরো।   সংঘাত-আবর্ত্তে কতবার
বিক্ষত হ'লো এ তনু।   মৃত্যু-মহামার
দেহ মন করিল জর্জ্জর, দেখা দিল দীন অক্ষমতা ;
'তোমারে চলিতে হ'বে'—এই রূঢ় কথা
তবুও কহিলে কানে।—চূর্ণ চূর্ণ দেখি রথ-চাকা,
ধূলায় লুণ্ঠিত ধ্বজা, ভগ্ন দুই পাখা,
যাত্রা আরো সঙ্কট-সঙ্কুল ; দয়াহীন তোমার আদেশ
তবু না লঙ্ঘিতে পারি, ভুলিয়া আবেশ
অন্তর-অনলে করি' ক্ষীণ দীপ-শিখাটারে উজ্জ্বল বৃহৎ
অক্লান্ত চরণ-পাতে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্র শিরে চলি' যাই পথ।
শুনিনা কাহারো মানা, পশ্চাতের গৃহের ক্রন্দন ;
হাসি-মুখে মুছে' যাই নিশীথের রসাবেশ, প্রেয়সীর বাহুর বন্ধন।
বাজালে যে-বাঁশী
তারি সুরে অন্ধ হ'য়ে মৃত্যু-জরা-দুঃখ রাশি-রাশি
সহজে লঙ্ঘিয়া চলি তোমার পতাকা-লক্ষ্যে অগ্রপথে অকম্প্র-অন্তর
বিস্মরিয়া মুহূর্ত্তের শ্রান্তি অবসর।

দিল্‌রুবা

নির্ম্মম নির্ম্মাতা, হায়! দিলে না কো ছুটী
আমারে নিমেষ-তরে। এ-জীবন না উঠিতে ফুটি'
রাখিলে প্রতীক্ষমান পথপ্রান্তে মোরে
অজানা কালের লাগি'। নব-সৃষ্টি-ধ্বজা হাতে রক্ত-রথে চড়ে'
কোন্ সে উষায়
আসিবে কে অনাগত নব-বেশে রক্তিম ভূষায়—
তারি যোগ্য অভ্যর্থনা লাগি'
সঙ্গীহীন মোরে তুমি রাখিলে বিবাগী
বরণের ফুল-মালা হাতে। চক্ষে যেন নাহি আসে তন্দ্রা-ঘোর,
যেন সে-দেবতা নাহি ফিরে' যায় হেরি' মোরে আলস-বিভোর,
জন্মের প্রভাতে তাই বক্ষে দিলে শান্তিহীন দাহ,
চক্ষে নিত্য জাগরণ।—চিত্তে ধরি' অগ্নির উৎসাহ,
বেদনা অসীম,
সেই হ'তে রচিতেছি তার লাগি' নৈবেদ্য রক্তিম
আপনারে দগ্ধ করি' তিলে-তিলে। মুহুর্মুহু অন্তর্লোক করিয়া কম্পিত
তাহারি বন্দনা লাগি' দুঃসহ হৃদয়-বেগে কত না সঙ্গীত
ছন্দে-ছন্দে ওঠে উচ্ছ্বসিয়া!
বহুদূর পদধ্বনি শুনি' মোর হিয়া
অপূর্ব্ব উদ্বেগ-ভরে বারম্বার অভিসার-পথে পড়ে লুটি'—
তাহারে প্রতীক্ষা করি' ভুলে' যায় নিমেষের ছুটি।

দিল্‌রুবা

অমৃত-আস্বাদ চাহি, হে দেবতা! অপূর্ণের কোথা অবকাশ?
অসমাপ্ত জীবনের অনন্ত প্রকাশ—
রহিল আমার সাথে অসম্পূর্ণ তব পরিচয়।
সাজাইয়া বারবার নিতে হ'লো ফিরাইয়া সুরের সঞ্চয়—
মোর রাঙা সঙ্গীতের ডালি।
সুরের মূর্চ্ছনে মোর চক্ষে তব এলো না নিঁদালি,
পাদপদ্ম রাখিলে না আমার সুরের বক্ষঃ'পরি
পরম বেদনা-ভরা ক্ষণিক জন্মেরে তা'র চরিতার্থ করি'!—
তব তরে মধুমাসে বর্ণের বাসর রচি' পুষ্পমুখে রাখিনু অমিয়;
শিমুলের শীর্ণ শাখে দুলাইনু রাঙা উত্তরীয়;
আফিম-ফুলের ঠোঁটে রাখিলাম অলক্ত-কুঙ্কুম—
সন্ধ্যামেঘ-চূর্ণ-করা সিঁথির সিন্দুরে ভরি' অশোক-কুসুম,
বনানী-বালার হাতে কিংশুক-বসন আর পলাশের চেলী,
অপরাজিতার পুটে পেলব কজ্জল; যদি কভু অবহেলি'
পথে যেতে-যেতে ভুলে' তুলে' নাও তুমি এই ডালি!—
নিভে গেলো বসন্তের ফুলের দেয়ালি,
উড়ে' গেলো কণ্ঠহারা কোথা' বুল্‌বুল্‌;
এলে না আমার দ্বারে, বসন্ত-যৌবন-গন্ধে পথ তব হইল না ভুল।
অভিমানে আঁখি ফাটি' অশ্রু এলো, শ্রাবণ বর্ষণ;
বিদ্যুৎ-কৃপাণ হ'য়ে কৃষ্ণাকাশে ঝলসিল উপেক্ষিত মোর আবেদন,

দিলরুবা

ধ্বংসের উৎসবে মোর বর হ'য়ে গৃহ-প্রান্তে তবু না দাঁড়ালে ;
তারকার ক্ষীণ চোখে কৌতুকে হাসিয়া শুধু লুকাইলে অলখ-আঁড়ালে !
প্রেম মোর স্বপ্ন-রূপে মেঘ-তরী'পরে শূন্যে করি সঞ্চরণ
তোমারে খুঁজিল বৃথা, খুলিলে না কুহেলি-গুণ্ঠন !—
তবু গাহিতেছি গান ; আজো তবু রচি মালা, রচি পুষ্প-বাস :
তোমার প্রত্যাশা করি' ভুলিতেছি সর্ব্ব অবকাশ।

হে বিধাতা ! এই মোর একমাত্র অন্তিম সান্ত্বনা :
জীবন করেছি ক্ষয় পুরাইতে তোমার বাসনা,
উলঙ্গ কৌতুক কেলি, দৃপ্ত স্বেচ্ছাচার ;
তোমার অন্তর-স্বাদ লভিবারে করিতেছি দীর্ঘ অভিসার
তোমারি ইঙ্গিতে।
ধরা তুমি দিলে কিম্বা নাহি দিলে অশ্রু-সিক্ত আমার সঙ্গীতে
তাহে নাহি বিন্দু ক্ষোভ, এই শুধু আমার প্রসাদ :
অন্তরে বাহিয়া তব আকাশের শুভ্র আশীর্ব্বাদ
জন্মপ্রাতে হইয়াছি পথের বাহির,
উদ্দাম অধীর
চলিতেছি তোমার আদেশে
কভু বা সজাগ চিত্তে, কভু আত্মবিস্মৃতির কোন্ নিরুদ্দেশে।

বন্দী

কানন প্রান্তর ঘিরি' মাতিয়াছে আলোক আঁধার—
গৃহে আমি নিরুদ্ধ একাকী ;
এত না আয়াস, তবু নাহি ভাঙে পাষাণের দ্বার ;
ক্লান্ত-কর তোমার বৈশাখী।
অঞ্চল-আবর্ত্তে তব ভিত্তি মোর বিকম্পিয়া ওঠে,
অশান্ত ক্রন্দন জাগে প্রাণে ;
কেশের পুষ্পের গন্ধ অন্ধ-মনে দ্বারে আসি' লোটে,
ফিরে' যায় ব্যর্থ অভিমানে।

তোমার প্রাঙ্গন-তলে বসিয়াছে উৎসবের মেলা,
ধ্বনিতেছে আনন্দের গান,
বিচিত্র নৃত্যের ছন্দে মেঘে মেঘে চলিয়াছে খেলা ;
শুনিয়াছি বজ্রের আহ্বান।
দক্ষিণের দূতী বাহি' বস্ত্রাঞ্চলে তোমার লিপিকা
ফেলি' গেছে প্রাচীরের পাশে,
রুদ্ধ দ্বার, দেখিতে না পাই আমি তাহাতে কি লিখা
লিখিয়াছ আমার সকাশে।

দিল্‌রুবা

নিতি নিতি তুমি হেন দিয়ে যাও তোমার আহ্বান,
প্রহরের শ্রান্তি নাহি জানো ;
আমার দ্বারের কাছে আছে তব চরণের গান —
কত নিশি কাঁদিয়া কাটানো !
নির্ম্মম নির্ম্মাতা মোরে রাখিয়াছে কারার অঙ্গনে
জন্ম-বন্দী নিঃস্ব অসহায়,
পারি না পারি না নিতে তোমা আসি' তুলি' আলিঙ্গনে
দূর হ'তে অন্তরের ছায়।

আমার প্রতীক্ষা করি' কবে-হ'তে-পাতা' এ-উৎসব
অসমাপ্ত পড়ি' আছে, জানি ;
আর সবাকার হাতে লভিয়াছ পূজার গৌরব,
মোর হাতে নেবে মাল্যখানি।
তোমার মিলন লাগি' কবে মোর খুলিবে অর্গল—
সত্য হ'বে সুদীর্ঘ স্বপন !
অশ্রু-ভরা আঁখি নিয়া ব'সে আছি আজো দ্বারতল,
মুক্তি মাগি' ঝুরিছে যৌবন।

বিচিত্রা

যে বিচিত্রা চিত্তে মোর নিরন্তর ছায়ায় আলোকে
বিম্বিতা জীবনে
সে আমারে লীলাচ্ছলে আহ্বানিয়া সঙ্গীতের লোকে
সুরের মূর্চ্ছনে
প্রথম প্রণয় তার নিবেদিল সলজ্জ আভাসে
পুষ্পিত ভূষায় ;
তারপর কত কথা কহিল সে অভিসার-বাসে
সন্ধ্যায় ঊষায় ॥

আমি তারে ক্ষণে ক্ষণে মাগিয়াছি মনের গোপনে
পুলক-পীড়ায়,
অসম্বৃত চিত্ত নিয়া খুঁজিয়াছি অঙ্গনে অঙ্গনে
শৈশব-ক্রীড়ায়।
সে আমারে বুঝিয়াছে, আসিয়াছে বান্ধবীর রূপে
থাকিয়া থাকিয়া,
মুখর প্রাঙ্গন হ'তে ল'য়ে গেছে তরুতলে চুপে
বিজনে ডাকিয়া ॥

দিল্‌রুবা

কখনো সে তন্দ্রা-দোল-হিন্দোলিত নিশীথ-শয়ানে
আসিয়াছে পাশে,
নীরবে চলিয়া গেছে স্বপ্ন আঁকি' নিমীল নয়ানে
কুহেলির রাশে।
মৃদুল সঞ্চারে তার অঞ্চলের চঞ্চল বাতাসে
অকস্মাৎ জাগি'
মুদিয়া রয়েছি আঁখি আরবার দরশন-আশে
সুপ্তি-সুধা মাগি'॥

এমনি কত না চাওয়া, পাওয়া-সুখ, বিরহ-জ্বালায়
ধীরে ধীরে ধীরে
ফুটেছে জীবন মোর কান্না-হাসি-প্রেমে নিরালায়
সংসারের নীড়ে।
সেদিনো বাহিয়া তরী অনুকূল কৈশোর-পবনে
অজানার পথে
হেরিনু বিচিত্রা আছে নিরন্তর গাঢ় আকর্ষণে
আমার জগতে॥

দিল্‌রুবা

জীবনের যাত্রা-পথে, প্রাণপুট-বিকাশ-বেলায়
আমারে ঘেরিয়া
বর্ষিল সে কত অশ্রু কত হাসি বিচিত্র লীলায়
বিমান ভরিয়া।
না জানি সে-লীলাময়ী কি হেরি' এ অন্তরের তলে,
কি অমৃত লাগি'
আলোক-অলকা হ'তে বাড়াইল হাত নানা ছলে
মর্ত্ত্য-পথে জাগি'॥

উষা-বিহঙ্গের কল-কণ্ঠরাগে শুনিতাম তার
গীতি-আগমনী,
অরুণচ্ছটায় কভু হেরিতাম লাবণ্য-বিথার
আবরে অবনী।
জ্বলিত সে ছায়াপথে, কখনো চাহিত মৃদু চোখে
সপ্তর্ষির দেশে,
নীহারিকা-লোক হ'তে উল্কা হ'য়ে পড়িত ভূলোকে
ব্যথা-ম্লান বেশে॥

দিলরুবা

স্বর্ণঘট কাঁখে নিয়া সন্ধ্যা-বধূ যে'ত যবে ঘরে
তন্দ্রালু নয়নে,
সে ডুবিত ধীরে ধীরে দিগন্তের রক্তিম সাগরে
প্রশান্ত মরণে।
অন্ধকার-সিন্ধু হ'তে সমুত্থিয়া নিশায় নিলীন
নীলাম্বরী তা'র
বিছাইয়া দিত বিশ্বে, কোলে ল'য়ে কস্তুরী-হরিণ
তুলিত ঝঙ্কার॥

তার দেহ-গন্ধ-স্নাত নিশীথের কৌমুদীতে ভুলি'
বাঁশী ল'য়ে মুখে
নির্জ্জন প্রাঙ্গনে বসি' ভয়ে ভয়ে নত আঁখি তুলি'
হেরিতাম সুখে—
লাবণ্য-বন্যায় তার প্লাবিয়াছে ধরা-দিগ্বলয়,
কোথায় না জানি
রূপের প্লাবন-ধারে আপনারে করেছে বিলয়
সৌন্দর্য্যের রাণী॥

দিলরুবা

ঝিল্লি-মুখরিত রাতে স্বপ্নচোখে ঘন বনপথে
ভ্রমিতাম যবে
আপনা-বিস্মৃত কণ্ঠে গাহি' গান সুষুপ্ত জগতে
নির্জ্জনে নীরবে—
চমকি' নয়ন তুলি' বুঝি বন্ধ্যা রজনীগন্ধায়
হেরিতাম তারে,
চয়িছে শিশিব-পুষ্প আনমিয়া পল্লব-প্রচ্ছায়
আধ-অন্ধকারে ॥

পথে পথে আমি তারে নবরূপে নব নব বেশে
হেরেছি জীবনে,
অনবগুণ্ঠিতা, কভু কুণ্ঠিতা সে, কভু এলোকেশে
উতলা পবনে।
কভু সে এসেছে পাশে স্নেহ-পীন বক্ষে আবরিয়া
অমৃতের ঝারি,
সে উন্মদ-সুধা লাগি' ছিনু কণ্ঠে পিপাসা ভরিয়া
দু'বাহু প্রসারি' ॥

দিল্‌রুবা

সে রূপ-দুলালী কভু দিবসের বিলাস-পাণ্ডুর
দূর অস্তপারে
দেহ-সন্ধ্যাগ্নিরে তার লুকাইত বিরহ-বিধুর
রাত্রির অঙ্গারে।
বসন্তে ঐশ্বর্য্য সাথে সে আসিত, ঝরিত শ্রাবণে
তার অশ্রুধারা,
শারদ-সুষমা-শেষে হেমন্তের হিম-আবরণে
হইত সে হারা॥

মোর জন্মদিন হ'তে এ ক্ষণিক মিলন-বিরহ
এই লীলা লাগি',
ছন্দের হিন্দোল-দোলে রূপলোকে ল'য়ে স্বপ্নমোহ
চলিয়াছি জাগি'।
ভুলাইল প্রত্যহের তুচ্ছতম বন্ধন ক্রন্দন
হিসাব নিকাশ,
চিরন্তনী উর্ব্বশীর চরণের নূপুর-শিঞ্জন,
যৌবন-বিলাস॥

দিল্‌রুবা

লীলা হোক্ সমাপন, শেষ করো দীর্ঘ অভিসার,
জ্বালা জাগে বুকে,
উদ্ভ্রান্ত পথিক-সম ফিরায়োনা কানন কান্তার
নিষ্ঠুর কৌতুকে।
রহস্যের অন্তরালে স্বপ্ন-প্রিয়া হ'য়ে আর কত
র'বে অনিবার ?
এসো আজি দেহে মনে শরীরিণী প্রেয়সীর মত,
মানসী আমার ॥

শ্রাবণ-শর্ব্বরী

দিক্‌চক্রবালব্যাপী এলাইয়া বিপুল কবরী
ভূমিচম্পা জড়াইয়া পদমূলে, অঙ্গে নীলাম্বরী,
অন্ধকার-মণিহর্ম্ম্যতলে আজি একাকিনী বসি'
কাঁদিছে কে যুগ-জন্ম-প্রত্যাখ্যাতা যক্ষের প্রেয়সী !
কে প্রিয় আসিবে বলি' আজো হায় আসিল না ঘরে,
অন্তর্গূঢ় বেদনায় মুহুর্মুহু তাই সে গুমরে
অভিমানে ঝাঁপি' মুখ, দুলি' ওঠে বিচূর্ণ অলক।
লোকান্তের কল্পকক্ষপানে চেয়ে' ম্লান নিষ্পলক
সুদূরের—সুন্দরের তরে জাগে শ্রাবণ-শর্ব্বরী,
শাশ্বত প্রতীক্ষমানা অশ্রুমুখী শ্যামলী সুন্দরী।

যুগান্তের পুঞ্জীভূত ব্যথা-ম্লান মেঘ-বাষ্প তার
দিগন্ত-আকাশ ঘিরি' স্তরে-স্তরে করিছে বিস্তার
প্রিয়-বিরহের ছায়া ; অন্তরের নিরুদ্ধ ক্রন্দন
শতধারে ঝরিতেছে ডুবাইয়া গিরি-দরী-বন—

দিল্‌রুবা

অর্দ্ধস্ফুট কেতকীর ছিন্নদলে তুলি' হাহাকার,
যুথিকার মৃত্যু-গন্ধে স্নিগ্ধ করি' বক্ষ মৃত্তিকার।
তার ঘন দীর্ঘশ্বাসে বেণুবন ওঠে নিশ্বসিয়া,
কামনা-কেশর মেলে কণ্টকিত কদম্বের হিয়া,—
আঁখির কজ্জল-স্বপ্নে কালো হয় তমালের বীথি,
উপেক্ষিত যৌবনের মধু রাখে মহুয়ায় স্মৃতি।

কাঁদে বালা নভাঙ্গনে মেলি' দিয়া অন্ধ আলিঙ্গন
নাহি-আসা প্রিয় লাগি,—শ্রান্তিহীন, আঁধার নয়ন।
অশ্রুর সঙ্গীত-ছন্দে কাঁপি' ওঠে কটির কিঙ্কিনী,
বলয়-কঙ্কন কাঁদে, ঝুম্‌ঝুম্ চরণ-শিঞ্জিনী।
নিঝ্‌ঝুম নিঃসাড় ধরা সাশ্রুনেত্রে চেয়ে' থাকে দূরে
অব্যক্ত বেদনা নিয়া, প্রাণ তার কাঁদে তারি সুরে।
আসি বলি' যার প্রিয় আজো হায় আসিল না ফিরে'
বর্ষা-রাতে শির কুটি' কাঁদিছে সে ধরার কুটীরে!—
রিক্তা নিশীথিনী কাঁদে, কাঁদে ম্লান মর্ত্ত্য-বিরহিনী;
অশ্রান্ত ক্রন্দনে জাগে চিরন্তনী ব্যথার রাগিণী।

বীণ্‌কার

হেরিয়া গগন-পারে ভিড়ে মেঘভার—
তমাল-তালের ছায়ে
আসিনু নূপুর পায়ে
গাহিতে মল্লার ;
আমি এক ভাঙা বীণ্‌কার।
পশ্চিমের সিংহদ্বারে
বংশী গাহে বারেবারে
করুণ পূরবী ;
গোধূলি-রঙীন্ চুলে
মুখ ঢাকি' গিরিমূলে
নামে অস্ত-রবি ।
আঁধার-উন্মদ নিশি
ছিঁড়ে ফেলে দশদিশি
তারকার হার,—
পরাণে সংশয় ছায়
পাঠাইতে অলকায়
সুদূরিকা সখি লাগি' ভীরু নমস্কার।
আমি এক ভাঙা বীণ্‌কার॥

দিলরুবা

অরণ্যে লাবণ্য জাগে, লাগে অন্ধকার।
চোখে নামে নীল মোহ
সবুজের সমারোহ,
বাঁধি ছিন্ন তার।
আমি এক ভাঙা বীণ্‌কার।
পূবের প্রান্তর-তলে
আলেয়ার আলো জ্বলে—
ভয়ে ভীতা ধরা!
নিঃসঙ্গ নিঃসীম মাঠে
একা গেয়ে রাতি কাটে
গীতি ব্যথা-ক্ষরা।
বিদায়ী পান্থরা ডাকে:
'ফিরে এসো, চাহি কা'কে
সুরে হাহাকার?'
ভাবিয়া না পাই মনে
খুঁজি কোন্ বন্ধুজনে,
গানে দিই কার পদে প্রাণ উপচার!
আমি এক ভাঙা বীণ্‌কার॥

দিল্‌রুবা

আকাশে আকাশে কাঁদে ঝঞ্ঝার ঝঙ্কার।
দেহ-দীপ নিভে আসে,
শ্বাস-গন্ধ ফেলে ত্রাসে
মনের মন্দার।
আমি এক ভাঙা বীণ্‌কার।
কোথা মোর মালবিকা
জ্বালিয়াছে সুর-শিখা
সন্ধ্যাগ্নি-চিতায় ;
পারায়ে ঝড়ের রাতি
আসিতে নারে সে ভাতি
মোর কবিতায়।
সঙ্গীতের শীর্ষলোকে
বসিয়া সে স্বপ্ন-চোখে,
অঙ্গে অহঙ্কার !
আমার উৎসব-ঘরে
আসিবে সে কোন্ ভোরে,
বাজিবে সুখের সুরে দুঃখ-অলঙ্কার ?
আমি এক ভাঙা বীণ্‌কার॥

ক্ষণকাব্য

আজিকে সহসা স্বপ্ন-বিবশা
শিঞ্জিনী যেন শুনি—
ফাল্গুন-রাতে ফুলমালা হাতে
এল কি রে ফাল্গুনী !
বন-বাঁকে কবে চপল চারণ
ঘুমে ফেলে মোরে গেল অকারণ ;—
আজি তার বীণে মানে না বারণ
সঙ্গীত-সুরধুনী,
তাই জাগাবারে এল সে আমারে
স্মরণের জাল বুনি' ॥

৮

দিল্‌রুবা

কতবার যে সে এ-জীবনে এসে
খেলিয়াছে লুকাচুরি—
সুরের সুরায় স্নায়ুতে শিরায়
অগ্নি দিয়াছে পুরি'।
আন্‌মনে মোর বাতায়ন খুলি'
চকিতে চেয়েছে ছু'নয়ন তুলি';—
ওঠেছে এ-মনে অকারণে ছুলি'
স্বপনের ফুলঝুরি,
কত অচেতন গোপন বেদন
কুঁড়ি-সম অঙ্কুরি'॥

ক্ষণে ক্ষণে আসি' করেছে উদাসী
উত্তরী'-ইশারায়—
আঁচল বিছায়ে নিকুঞ্জ-ছায়ে
বসিয়াছে গায় গায়।

দিল্‌রুবা

লীলা-ছলে ল'য়ে মোর অঙ্গুলি
তার বীণা-তারে দিয়েছে সে তুলি',-
মম ঝঙ্কার শুনিয়াছে ভুলি'
নির্জ্জন সন্ধ্যায় ;
আমার গীতিকা তার মায়া-শিখা
তুলিয়াছে মলয়ায় ॥

তেমনি কি হ'বে আজি উৎসবে
সুরে সুরে মালা গাঁথা—
গোধূলির ভাঙা কল্পনা-রাঙা
গানের নেশায় মাতা'।
তেমনি ঘনাবে সুরে সমারোহ
অস্ত-আকাশে ভিড় করি' মোহ,
তেমনি কি হ'বে হৃদয়ের লোহ
অঞ্জলি করি' পাতা' !
ক্ষণিকের লাগি' দোঁহে কি বিরাগী
গাহিব মরণ-গাথা ॥

অভিসার

পঔষের ক্লান্ত বাঁশী শূন্য তেপান্তরে
ম্লান পূরবীতে বাজে উদাস সন্ধ্যায় ;
কুয়াসা-মশারী-ঢাকা পালঙ্ক-উপরে
স্বপ্নের অপ্সরা ঢুলে সৌন্দর্য্য-তন্দ্রায়

তুষার-জড়িত-পদে দিনান্ত-পথিক
বিষন্ন-অন্তরে একা চলে দূর-গাঁয়ে—
যেথা তার রূপ-প্রিয়া নামায়ে নিমিখ
সন্ধ্যাতারা-দীপ হাতে রয়েছে দাঁড়ায়ে।

সুদীর্ঘ দিনের ক্লান্তি, তবু সে যে চলে
অলস বাতাসে শুনি' সুরভি-আহ্বান।
সলজ্জ ইশারা তার হেরে বনাঞ্চলে,
জ্যোতিষ্ক-অক্ষরে পড়ে নীল পত্রখান।

সুন্দর মন্দিরে ধীরে নামে অন্ধকার—
সার্থক হ'বে কি আজি তার অভিসার!

মৃত্যুস্বপ্ন

ফাল্গুনে দেখিয়াছিনু স্বপ্নশীলা সখিরে আমার—
তনুলতা লীলাইয়া চলিয়াছে মন্দার-চয়নে,
শুভ্রবুকে পদ্মকলি শিহরায় সুগন্ধি-শয়নে,
অপাঙ্গে ভ্রুভঙ্গে খেলে অনঙ্গের বাঁকা তরবার,—
স্তনতটে লোটে মালা, শ্রোণীমূলে মেখলা-ঝঙ্কার,
ওষ্ঠাধরে স্ফূর্ত্তহাসি, রূপ-নেশা ঘূর্ণিত নয়নে,
স্নায়ুতে শিরায় নৃত্য, রক্তরেণু পুষ্প-প্রসাধনে,
চরণে অলক্ত-রেখা—লেখা দূর দীর্ঘ অভিসার।

আজিকে হেমন্ত-সন্ধ্যা, নাহি সেই বাসন্তী-স্বপন ;
কুঝটী-আঁধার মাঝে কাঁদে প্রিয়া অনবগুণ্ঠিতা।
মুখ তার নাহি হেরি, নাহি হেরি সে-দেহ শোভন ;
তুষার-ভূষিত কেশ পৃষ্ঠে দোলে আগুল্‌ফ-লুণ্ঠিতা,—
শীতশীর্ণ মৃত্যুমায়া সে-ছায়ায় করে সঞ্চরণ
করপাত্রে পূর্ণ মদ।—তাই পি'ব, কুহেলি-কুণ্ঠিত—

মহাপ্রস্থান

(সৈয়দ আমীর আলীর মৃত্যুতে)

উষালগ্নে পথে মোরা যত আজ চলিবারে চাই,
চরণে শৃঙ্খল বাঁধা, কম্প্র বুক,—নাই তুমি নাই—
এই কথা কানে তত ধ্বনি' ওঠে আৰ্ত্ত বেদনাতে!
তুমি গেলে, আমাদের পথ-দীপ গেল তব সাথে।

সমাজের মানুষের ভ্রূকুটীরে অবহেলা করি'
সকলের অগ্রে কবে অন্তরের ব্যথায় সঞ্চরি'
জ্ঞানদীপ্ত হাস্যমুখে অন্ধকারে উঠেছিলে জাগি'
নিষ্ঠুর কুঠার হাতে মুক্তিপথ রচিবার লাগি'!
যুগ-যুগান্তের পুঞ্জ সংস্কারের অন্ধ-বিভীষিকা
ছিন্ন করি' গেলে তুমি বক্ষে বাহি' সত্যাগ্নির শিখা

দিলরুবা

দেহরক্ত পাত করি' দেখাইলে কল্যাণের পথ,
পদে পদে মৃত্যু সহি' চালাইলে জীবনের রথ।
রাতের আকাশ-ভাল আপনার বক্ষঃরক্ত দিয়া
উষার নক্ষত্র-সম একা তুমি গেলে রাঙাইয়া
আলো-ঝরা প্রভাতের সাথে আমাদের আসা লাগি',
সুন্দর কণ্ঠের গান, আনন্দ-চঞ্চল প্রাণ মাগি'।

চলার বন্দনা গাহি' আজ যবে প্রভাতের দ্বারে
অর্গল টুটার লাগি' আসিতেছি মোরা সারে সারে,
তোমারে দেখি না অগ্রে, শুনিনা সে কণ্ঠের আজান,
মোদের আসার আগে বলি তুমি দিলে যে গো প্রাণ!
অশ্রু-সিক্ত আঁখি ফেরে তোমা' চাহি' দিক্‌দিগন্তরে;
তোমার ইঙ্গিত শুধু লেখা দেখি মৃত্যুর অক্ষরে।
বিষন্ন সঙ্গীত জাগে। ত্রস্ত-পদে পারি না চলিতে:
সহস্র সংস্কার বাধা, শাস্ত্র-বিধি; অবসন্ন চিতে
সঙ্কুচিত কণ্ঠে নারি গাহিতে সে অজানার গান;
জীবনের পাত্র ভরি' নিতে নারি সুন্দরের দান।
মানুষের জীবনের অনিন্দ্য অনন্ত সম্ভাবনা
আমাদের তরে নহে। মোরা করি নীতির বন্দনা,

দিলরুবা

অন্ধ হুকুমের দাস, চলি শুধু গতানুগতিক,
মূঢ়-বিধিনিষেধেরে ভাবিয়াছি সত্যের অধিক।
ধর্ম্মের নিগ্রহে আজি আমাদের শিব শক্তিহারা,
তন্দ্রার জটার বন্ধে কাঁদে বন্দী প্রাণ-গঙ্গাধারা,
অজ্ঞান-পাতালে মগ্ন স্বদেশের সহস্র সন্তান—
নিশ্চেষ্ট, সম্বলহারা, ভাষাহীন, বিনির্জ্জিত প্রাণ।
কে আসি' বাজাবে শঙ্খ, কোথা নব যুগ-ভগীরথ,
এই সব প্রাণ লাগি' কাটি' দিবে আলোকের পথ!

তুমি গেছ ক্ষত-দেহে, মোরা তব মৃত্যুর পশ্চাতে
তোমারি নির্দ্দেশ স্মরি' তব-দেওয়া জ্ঞান-শিখা হাতে
সম্মুখে চলিয়া যাবো; অসম্পূর্ণ মুক্তি-যজ্ঞ তব
সমাপিব কর্ম্মপূত জীবনের গানে নব নব।
যেন বিশ্ব-রহস্যের যবনিকা উদ্‌ঘাটন করি'
নব নব স্বাদ লভি—চলি' তব পথরেখা ধরি',
মৃত্যুরে ভরি গো দিয়া জীবনের অমৃত প্রসাদ,—
ওপার হইতে ক'রো আমাদেরে এই আশীর্ব্বাদ।

সমাপ্তি

এ-বিচিত্র বিশ্ববুকে রহিব অনন্ত-কাল এমনি বাঁচিয়া
জীবনের গ্রন্থ কত মিলনের বিচ্ছেদের ভাগে বিরচিয়া,
অসীমের মর্ম্মে মোর উদ্বেগে আবেগে হবে কত অভিসার,
কতবার দেখা হবে, কতবার ফিরিব যে রুদ্ধ হেরি দ্বার ;
পথের প্রদীপ জ্বালি' আশা-আশঙ্কায়-ভরা চিত্তের আলোকে
প্রাণের তাড়না নিয়া অন্ধকারে বাহিরিব বিপুল পুলকে ;
অনন্ত বরষ ভরি' বেঁচে র'বো, লইব বিশ্বের আশীর্ব্বাদ ;
সম্মুখে চলার গানে পিইব অমৃত করি' দুঃখের প্রসাদ !—

এই সব তীব্র সাধ হ'তে আমি একদিন মুক্তি পাই যবে,
সহসা সমাপ্তি আসি' এ-জীবন ভরি' ছায় মৃত্যুর গৌরবে,
কৃতজ্ঞ-অন্তরে আমি তাঁহার কল্যাণ-পীঠে করি নমস্কার—
যে-দেবতা দিলো নিজে মুক্ত করি' অন্তহীন জীবনের ভার।
তখন জানি যে আমি, জীব-যাত্রা নয় কভু চিরকাল নয়,
একদা নিশ্চয় শেষ অজানার তরে তার বেদনা-সংশয় ;
অদৃশ্য দেশের খোঁজে জীবনের এত চাওয়া, সংগ্রাম, সংঘাত,
সার্থক হইয়া যায় যেতে যেতে মৃত্যুতে একদা অকস্মাৎ ;
যে-প্রাণ বিচ্ছুরি' ওঠে অসীম উচ্চের পানে তুলিয়া গর্জ্জন
আপনারে বিসর্জ্জিয়া মরণে সে করে তারে ত্বরায় অর্জ্জন।

ঝরা-পাতার গান

উত্তরী বায় মৃত্যু বুলায়
তুষার-তুহিন্ গোপন করে ;
বিদায়-পাতা মর্ম্মরি' যায়
ঝরার সুখে ঝরে' ঝরে' !
প্রাচীন পাতা, ঝর্‌রে ত্বরা,
ঝরার লগন যায় যে ডাকি' ;
হান্‌ছে দারুণ দিনের খরা,
ঝরায় তবু দিস্‌নে ফাঁকি ॥

ছয়টি ঋতুর রৌদ্র বায়ু
দিলো তোদের পরম আয়ু ;
আজ্‌কে তারাই মরণ আনে
সারা অঙ্গে মনের 'পরে !
প্রাচীন-পাতা, ঝর্‌রে ত্বরা ;
—ঝরা যাদের রইবে বাকী,
তাদের 'পরে আস্‌বে জরা,
নাচ্‌বে তুমুল কালবৈশাখী ॥

দিল্‌রুবা

কানন-পথে আজ পেতে' কান
শুনি কা'দের বুঝাবুঝি !
ব্যথায় কাঁপে তরুর পরাণ,
—শাখে যে যায় যুঝাযুঝি ।
জীর্ণ পাতা কিশলয়ে
যুঝ্‌ছে জয়ে পরাজয়ে ;
বিদায়-পাতা আসন দে' যায়
অন্তরালের কুঁড়ির তরে ।
প্রাচীন পাতা, ঝর্‌রে ত্বরা ;
—শূন্য কখন হবে শাখী ?
প্রতীক্ষাতে পলক-পরা
নবাঙ্কুরের কাজল-আঁখি ॥

দিলরুবা

আজ বনে কার বন্দনা গায়—
আস্‌বে নতুন কোন্‌ অতিথি !
শাখায় শাখায় শিহর জাগায়
অনাগতের স্বপ্ন-স্মৃতি।
আস্‌ছে নবীন দখিন হাওয়া,
নূতন পাতার পড়বে ছাওয়া,
রিক্ত-বীথি গাইবে গীতি
নবোদ্‌গমের ব্যথার ভরে।
প্রাচীন পাতা, ঝর্‌রে ত্বরা,
ঝরা যে যায়, শুনিস্‌ তা' কি ?
আস্‌ছে নতুন বসুন্ধরা
শ্যামল পাতায় আঁচল আঁকি' ॥